أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ف)

www.motaher21.net

أَنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘আমি জানি নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান’ ।

" I know that Allah has power over all things."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৫৯

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّ هِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَاۚ قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَاۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَ انْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَ انْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًاؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ؕ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই ব্যক্তিকে দেখো যে এমন একটি লোকালয় অতিক্রম করেছিল, যার গৃহের ছাদগুলো উপুড় হয়ে পড়েছিল। সে বললোঃ এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জনবসতি, একে আল্লাহ আবার কিভাবে জীবিত করবেন? একথায় আল্লাহ তার প্রাণ হরণ করলেন এবং সে একশো বছর পর্যন্ত মৃত পড়ে রইলো। তারপর আল্লাহ পুনর্বার তাকে জীবন দান করলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ বলো, তুমি কত বছর পড়েছিলে? জবাব দিলঃ এই, এক দিন বা কয়েক ঘন্টা পড়েছিলাম। আল্লাহ বললেনঃ “বরং একশোটি বছর এই অবস্থায় তোমার ওপর দিয়ে চলে গেছে। এবার নিজের খাবার ও পানীয়ের ওপর একবার নজর বুলাও, দেখো তার মধ্যে কোন সামান্য পরিবর্তনও আসেনি। অন্যদিকে তোমার গাধাটিকে দেখো (তার

পাঁজরগুলোও পঁচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে)। আর এটা আমি এ জন্য করেছি যে, মানুষের জন্য তোমাকে আমি একটি নিদর্শন হিসেবে দাঁড় করাতে চাই। তারপর দেখো, এই অস্থিপাঁজরটি, কিভাবে একে উঠিয়ে এর গায়ে গোশত ও চামড়া লাগিয়ে দিই।" এভাবে সত্য যখন তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো তখন সে বলে উঠলোঃ "আমি জানি, আল্লাহ সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।"

২৫৯ নং আয়াতের তাফসীর:

উযায়ের (আঃ) -এর ঘটনা

ওপরে ইবরাহীম (আঃ) -এর যে তর্কের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেটার সাথে এর সংযোগ রয়েছে। ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) বলেন, 'আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) বলেন যে, সূরাহ্ আল বাক্বারার ২৫৯নং আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তি হলেন উযায়ের (আঃ) । ইবনু জারীর (রহঃ) -ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনু জারীর (রহঃ) এবং ইবনু আবী হাতিম এ বিষয়ে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) , হাসান বাসরী (রহঃ) , কাতাদাহ (রহঃ) , সুদ্দী (রহঃ) এবং সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ (রহঃ) বরাতে তাফসীর করেছেন। (তাফসীর তাবারী -৫/৪৩৯, তাফসীর ইবনু আবী হাতিম-৩/১০০৯) মুজাহিদ ইবনু যাবর (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত হলো রাজা বাখতে নাসর কর্তৃক যেরুজালিমের একটি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং জনগণকে হত্যা করার পর ওখানকার বানী ইসরাঈলের এক মহান লোক সম্পর্কিত।

রাজা বখতে নাসর যখন ঐ জনবসতি ধ্বংস করে এবং জনগণকে তরবারির নীচে নিক্ষেপ করে তখন ঐ জনবসতি একেবারে শশ্মানে পরিণত হয়। এরপর ঐ মহান ব্যক্তি সেখান দিয়ে গমন করেন। যখন তিনি দেখেন যে, জনপদটি একেবারে শশ্মান হয়ে গেছে, সেখানে না আছ কোন বাড়ি ঘর, আর না আছে কোন মানুষ! সেখানে অবস্থানরত অবস্থায় তিনি চিন্তা করেন যে, এমন জাঁকজমকপূর্ণ শহর যেভাবে ধ্বংস হয়েছে এটাকি আর কোনদিন জনবসতিপূর্ণ হতে পারে! অতঃপর মহান আল্লাহ্ স্বয়ং তাকেই মৃত্যু দান করেন। ইনি তো ঐ অবস্থায়ই থাকেন। আর এদিকে সত্তর বছর পর বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরায় জনবসতি পূর্ণ হয়। পলাতক বানী ইসরাঈল আবার ফিরে আসে এবং নিমিষের মধ্যে শহর ভরপুর হয়ে যায়। পূর্বে সেই শোভা ও জাঁকজমক পুনরায় পরিলক্ষিত হয়। এবারে একশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর মহান আল্লাহ্ তাকে পুনর্জীবিত করেন এবং সর্বপ্রথম চক্ষুর মধ্যে আত্মা প্রবেশ করান যেন তিনি নিজে পুনর্জীবন স্বচক্ষে দর্শন করতে পারেন। অতঃপর যখন ফুঁ দিয়ে সারা দেহে আত্মা প্রবেশ করানো হয় তখন মহান আল্লাহ্ ফিরিশতার মাধ্যমে তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ

﴿كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ 'তুমি কতোদিন ধরে মরেছিলে?' উত্তরে তিনি বলেনঃ 'এখনো তো একদিন পুরাই হয়নি।' এটা বলার কারণ ছিলো এই যে, সকাল বেলা তার আত্মা বের হয়েছিলো এবং একশ ' বছর পর যখন তিনি জীবিত হোন তখন ছিলো সন্ধ্যা। সুতরাং তিনি মনে করেন যে, ঐ দিনই রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাকে বলেনঃ

﴿بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾ ‘তুমি পূর্ণ একশ’ বছর মৃত অবস্থায় ছিলে। এখন আমার ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করো যে, পাথেয় হিসেবে যে খাদ্য তোমার নিকট ছিলো তার একশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও ঐরূপই রয়েছে, পচেও নি এবং সামান্য বিকৃতও হয়নি।’ ঐ খাদ্য ছিলো আঙ্গুর, ডুমুর এবং ফলের নির্যাস। ঐ নির্যাস নষ্ট হয়নি, ডুমুর টক হয়নি এবং আঙ্গুরও খারাপ হয়নি। বরং প্রত্যেক জিনিসই স্বীয় আসল অবস্থায় বিদ্যমান ছিলো। অতঃপর মহান আল্লাহ্ তাকে বলেনঃ

﴿ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ﴾ তোমার গাধার যে গলিত অস্থি তোমার সামনে রয়েছে এদিকে দৃষ্টিপাত করো। তোমার চোখের সামনে আমি তোমার গাধাকে জীবিত করছি। আমি তোমাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শন করতে চাই, যেন কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে অতঃপর তিনি দেখতে দেখতেই অস্থিগুলো স্ব-স্ব জায়গায় সংযুক্ত হয়ে যায়। মুসতাদরাক হাকিমে রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর পঠন نُنْشِزُهَا-এর সঙ্গেই রয়েছে এবং এটাকে نُنْشِرُهَا-এর সাথেও করা হয়েছে। অর্থাৎ ‘আমি জীবিত করবো।’ (মুসতাদরাক হাকিম-২/২৩৪) মুজাহিদের (রহঃ) পঠনও এটাই। সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, অস্থিগুলি ডানে-বামে ছড়িয়ে ছিলো এবং পচে যাওয়ার ফলে ঐগুলির শুভ্রতা চক্‌চক্ করছিলো। বাতাসে ঐগুলো একত্রিত হয়ে যায়। পরে এগুলি নিজ নিজ জায়গায় যুক্ত হয়ে যায় এবং পূর্ণ কাঠামোরূপে দাঁড়িয়ে যায়। সেগুলোতে মোটেই গোশত ছিলো না। মহান আল্লাহ্ সেগুলোর ওপর গোশত, শিরা ইত্যাদি পড়িয়ে দেন। অতঃপর ফিরিশতা পাঠিয়ে দেন। তিনি তার নাসারন্ধ্রে ফুঁক দেন। মহান আল্লাহ্‌র হুকুমে তৎক্ষনাৎ গাধাটি জীবিত হয়ে উঠে এবং শব্দ করতে থাকে। (তাফসীর তাবারী ৫/৪৬৮) উযায়ের (আঃ) দর্শন করতে থাকেন এবং মহান আল্লাহ্‌র ঐসব কারিগরি তার চোখের সামনেই সংঘটিত হয়। ঐসব কিছু দেখার পর তিনি বলেনঃ ‘আমার তো এটা বিশ্বাস ছিলোই যে মহান আল্লাহ্ সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। কিন্তু আজ আমি তা স্বচক্ষে দর্শন করলাম। সুতরাং আমি আমার যুগের সমস্ত লোক অপেক্ষা বেশি জ্ঞান ও বিশ্বাসের অধিকারী। কেউ কেউ আ ‘লামু শব্দকে ই ‘লামও পড়েছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তুমি জেনে রেখো যে মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক জিনিসের ওপরেই ক্ষমতাবান।

এই ব্যক্তিটি কে ছিলেন এবং লোকালয় কোনটি ছিল এ আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়। এখানে আসল বক্তব্য কেবল এতটুকু যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে সাহায্যকারী ও অভিভাবক বানিয়েছিলেন আল্লাহ কিভাবে তাকে আলোর রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। ব্যক্তি ও স্থান নির্ধারণ করার কোন মাধ্যম আমাদের কাছে নেই এবং এতে কোন লাভও নেই। তবে পরবর্তী বর্ণনা থেকে প্রকাশ হয় যে, এখানে যার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তিনি নিশ্চয়ই কোন নবীই হবেন।

এ প্রশ্নের অর্থ এ নয় যে, সংশ্লিষ্ট বুযুর্গ মৃত্যুর পরের জীবন অস্বীকার করতেন অথবা এ ব্যাপারে তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল। বরং আসলে তিনি সত্যকে চাক্ষুষ দেখতে চাচ্ছিলেন, যেমন নবীদের দেখানো হয়ে থাকে।

দুনিয়াবাসী যাকে মৃত বলে জেনেছিল, এমন এক ব্যক্তির জীবিত হয়ে ফিরে আসা তার নিজের সমকালীন জনসমাজে তাকে একটি জীবন্ত নিদর্শনে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

(اَوْ كَالَّذِىْ) ‘অথবা ঐ ব্যক্তির মত’ এর সম্পর্ক হল পূর্বের ঘটনার সাথে। অর্থ হল তুমি (পূর্ব ঘটনার ন্যায়) সেই ব্যক্তির কথা ভেবে দেখেছ! যে এমন ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের মধ্য দিয়ে গমন করেছিল যা বিধ্বস্ত করে দেয়া হয়েছিল, শহরের মানুষ মরে গিয়েছিল, ইমারতগুলো চুরমার করে দেয়া হয়েছিল। এ লোকটি সংশয় ও অসম্ভব মনে করে বলল: ‘এই নগর মৃত্যুর পর আল্লাহ কিভাবে জীবিত করবেন?’এটা অসম্ভব, কখনো জীবিত করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা ‘আলা এ লোকটিকে তাঁর ক্ষমতা দেখানোর ইচ্ছা করলেন। গাধাসহ তাকে সেখানে মৃত্যু দিয়ে একশত বছর মৃত রাখলেন, তার সাথে রাখা খাবার-পানীয় নষ্ট করলেন না। একশত বছর পর জীবিত করে বললেন, ‘তুমি এ অবস্থায় কতদিন ছিলে?’লোকটি বলল: ‘একদিন অথবা একদিনের কিছু সময়।’ সম্ভবত লোকটি যখন মারা গিয়েছিল তখন বেলা কিছুটা উঠে ছিল। আর যখন পুনরায় জীবিত হল তখন সূর্য অস্ত যাওয়ার কাছাকাছি ছিল। তাই লোকটি ভাবছিল হয়তো দিনের মধ্যবর্তী সময়টুকু মৃতাবস্থায় ছিলাম। আল্লাহ তা ‘আলা জানিয়ে দিলেন, তুমি একশত বছর মৃত ছিলে এবং আল্লাহ তা ‘আলা নিদর্শনগুলো দেখিয়ে দিলেন। তখন তার বিশ্বাস হল যে, আল্লাহ তা ‘আলা সব বিষয়ে ক্ষমতাবান, তিনি ইচ্ছা করলে হাজার বছর পরেও মৃতকে জীবিত করতে পারেন, মানুষ মরে পচে গলে গেলেও পুনঃজীবিত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। এ লোকটি কে ছিল তা নিয়ে বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে উযায়রের নাম বেশি প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তা ‘আলাই ভাল জানেন।

পূর্বে ইবরাহীম (আঃ) ও নমরূদের ঘটনা ছিল মহান আল্লাহ তা ‘আলার রুবুবিয়্যাতের প্রমাণস্বরূপ। দ্বিতীয় এ ঘটনা হল আল্লাহ তা ‘আলা মৃতকে জীবিত করার মালিক তার প্রমাণ। এটাও আল্লাহ তা ‘আলার মহাশক্তি ও রুবুবিয়্যাহর ওপর প্রমাণ বহন করে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আল্লাহ তা ‘আলা মৃত্যুর পর সকলকে জীবিত করতে সক্ষম এবং নির্ধারিত সময়ে করবেন।

২. যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তাদের এথেকে শিক্ষা নিয়ে সতর্ক হওয়া উচিত।